বাম গণতান্ত্রিক জোটের মতবিনিময় সভা

বুদ্ধিজীবীদের আত্মসমর্পণ বর্তমান সংকটের বড় উৎস

বাম জোটের উদ্যোগে বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়

৮ সেপ্টেম্বর '১৮ বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক সাইফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য ফিরোজ আহমেদ, বাসদ (মার্কসবাদী)'র নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবায়ক হামিদুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির নেতা মোমিনুর রহমান।

সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক মাহামুদুর রহমান মাসুম, কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু, খোরশেদ আহমেদ, কথা সাহিত্যিক শামসুজ্জামান হীরা, প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক, রাখাল রাহা, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অরূপ রাহী, ডা. গোলাম রাব্বানি, মুক্তিযোদ্ধা শামসুজ্জামান মিলন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক সাইফুল হক জোটের পক্ষ থেকে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জোটের করণীয় উত্থাপন করেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ, দল নিরপেক্ষ নির্বাচনী তদারকি সরকার গঠন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ করার জন্য কালোটাকা-পেশিশক্তি-ধর্মের অপব্যবহার রোধ এবং সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুর প্রস্তাব তুলে ধরেন।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে বাম জোট প্রগতির পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেছি। সমাজের সর্ব পর্যায়ে আজ সংকটে আক্রান্ত। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। আমরা বর্তমান সরকারের দুঃশাসন অবসানের জন্য লড়াই করছি। আমরা লড়ছি দ্বিদলীয় ধারার অবসান ঘটিয়ে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির শাসন কায়েমের জন্য। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, বাম গণতান্ত্রিক জোটকে স্বাতন্ত্র অবস্থা তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক নীতিতে পুঁজিবাদী দলসমূহ থেকে বাম গণতান্ত্রিক জোটকে ভিন্নতা সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান উন্নয়ন ধারা নিপীড়নমূলক। বাম জোটকে লুটপাটের অর্থনীতি মোকাবেলা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শাসকগোষ্ঠীর কাছে বুদ্ধিজীবীদের আত্মসমর্পণ দেশে বর্তমান সংকটের বড় উৎস।

অধ্যাপক এম এম আকাশ সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার জন্য বাম গণতান্ত্রিক জোটকে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি বলেন, বাম জোটকে জনগণের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে হবে। দেশ ও জনগণের দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রকৌশলী ম. ইনামুল হক বলেন, বামপন্থীদের জাতীয় ঐক্য গড়ার কাজে থাকতে আবার শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লড়াই করতে হবে।

কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু বলেন, লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র নিয়ে দ্বিদলীয় ধারার বিকল্প হিসেবে জনগণের সামনে আবির্ভূত হতে হবে।